সংবাদ

তারিখ ... 03 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

এইচএসসি পরীক্ষা আজ শুরু

পরীক্ষার্থী ১১ লাখ ৪১ হাজারের বেশি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আজ সারাদেশে একযোগে শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এবার এই পরীক্ষায় ১১ লাখ ৪১ হাজার ৩৭৪ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত তত্ত্বীয় বিষয় এবং ৭ থেকে ১৬ জুনের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ লাখ ১২ হাজার ৫৮১ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিলেন। এই হিসাবে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ২৮ হাজার ৭৯৩ জন।

গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

পরীক্ষা : আজ শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। আজ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র, সহজ বাংলা ১ম পত্র, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি ১ম পত্র এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কুরআন মাজিদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম মিয়া, অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ, স্বপন কুমার সরকার ও সোহরাব হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার মোট দুই হাজার ৩৫২টি কেন্দ্রে আট হাজার ১০৪টি প্রতিষ্ঠানের ১১ লাখ ৪১ হাজার ৩৭৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। গত বছরের চেয়ে এবার ৩০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৬৪টি পরীক্ষাকেন্দ্র বেড়েছে।

মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে ৯ লাখ ২৪ হাজার ১৭১ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে এক লাখ ৭ হাজার ৫৫৭ জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি বিএম/ভোকেশনালে এক লাখ চার হাজার ৬৬৯ জন এবং ডিআইবিএসে চার হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছয় লাখ ছয় হাজার ২৯৩ জন ছাত্র এবং পাঁচ লাখ ৩৫ হাজার ৮১ জন ছাত্রী। এবার দেশের বাইরে বিদেশের পাঁচটি কেন্দ্রে ২০২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এর মধ্যে ৯১ জন ছাত্র এবং ১১১ জন ছাত্রী।

এবার বাংলা প্রথম পত্র, রসায়ন, পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ এবং কম্পিউটার শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রসহ মোট ১৫টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। এরআগে এইচএসসিতে ২০১২ সালে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হয়। আর ২০১৩ সালে বাংলা প্রথম পত্র, রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, পৌরনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের সৃজনশীল পদ্ধতিতে হয়েছিল।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছেলেমেয়েদের পেছন থেকে টেনে ধরে রাখবেন না। সৃজনশীল পদ্ধতির সুবিধা অভিভাবকরা উপলব্ধি করছেন। আস্তে আস্তে এটা আয়ত্তে এসে যাবে। এতে পাঠ্যপুস্তক ভালোভাবে জানা ও বুঝা যায়। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সৃজনশীল পদ্ধতিতে সেই সম্ভাবনা খুব কম বলেও মন্তব্য করে তিনি বলেন, এজন্য পাঁচ লাখের বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পাঁচ হাজার মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। আগামীতে প্রশিক্ষণের আওতা আরও বাড়ানো হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষায় এবারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানো। তিনি বলেন, আশা করছি সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ছাড়া কেউই পরীক্ষার সময় কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। এবারও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই, এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা শ্রুতি লেখক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরতদের শ্রুতি লেখক নিযুক্ত করা যাবে। শ্রুতি লেখক নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী, বুদ্ধি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীরা বিগত বছরের মতো এবারও অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবেন। এবারও পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে সবার সহযোগিতা দরকার।